শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র ঝা

শ্রীযুক্ত সম্মোহন মুখোপাধ্যায়

বন্ধুযুগলেষু—

এই প্রহসনের পাত্রমিত্র—

পণ্ডিত মশাই

হেড্‌মাষ্টার মশাই

মানস ও টেঁটো } পণ্ডিত মশায়ের দুই পুত্র

স্কুল ইন্‌স্‌পেক্‌টার

জংলী (পণ্ডিতমশায়ের গুণধর ভৃত্য)

পদ্মলোচন
মিহির
সরোজ
মৃগেন
সলিল } ছাত্রবৃন্দ

পণ্ডিত-বিদায়

প্রস্তাবনা

ইস্কুলের ক্লাসঘর। পদ্মলোচন, মিহির, সলিল, মৃগেন,
সরোজ এবং অন্যান্য সব ছাত্র মিলিয়া
জটলা করিতেছে।

পদ্মলোচন। কখন ঘণ্টা পড়ে গেছে, কিন্তু এখনো পণ্ডিত-মশায়ের পাত্তা নেই।

সলিল। ওঁর আর কি, ওঁর তো ঘণ্টা।

মিহির। কেলাসে এসেই বা করবেন কি? সেই তো ঘুম মার্‌বেন এসে।

সরোজ। হ্যাঁ, অর্দ্ধেক দিন ঘুম মার্‌বেন আর অর্দ্ধেক দিন আমাদের ধরে ধরে মারবেন।

মৃগেন। মার্‌বেনই তো। অনেকদিনের হাতযশ—সে কি খোয়ানো যায়? এত করেও যদি তোরা সংস্কৃত না শিখিস্ সে তোদের বরাত।

[পণ্ডিতমশায়ের প্রবেশ]

পণ্ডিতমশাই। ভারী কলরব তুলেছ দেখ্‌চি। গলাটা তো ঠিক্‌ই নিয়ে এসেচ, ফেলে আস্‌তে পারো নি তো, কিন্তু আর দুটো করে' পা কোথায় পরিত্যাগ করে এলে বাপুরা?

পদ্মলোচন। আরো দুটো করে' পা? আজ্ঞে, কি বল্‌চেন পণ্ডিতমশাই?

পণ্ডিতমশাই। বৎস ধূম্রলোচন,—শ্রীবিষ্ণু—বাবা পদ্ম-লোচন, তোমাদের এই পদস্খলনের কথা ভাব্‌লে আমার দুঃখ হয়। মাঠই হচ্চে তোমাদের উপযুক্ত স্থান!

মিহির। মাঠ?

পণ্ডিতমশাই। হ্যাঁ, মাঠ। তোমাদের পড়াতেই যদি আমার জীবন গেল তাহলে রাখালী করা আর কি দোষের ছিল?

[চেয়ারে ভালো করিয়া জাঁকিয়া-
বসিয়া নাকে এক টিপ্‌ নস্য দিয়া]

হ্যাঁ, তার পর, তোমাদের আজ কি পড়াতে যাচ্ছি, বৎসগণ নিশ্চয়ই তোমরা তা জানো?

ছেলেরা। না পণ্ডিতমশাই, আমরা জানি না।

পণ্ডিত। তোমরা যখন জানোই না, তখন তোমাদের বলার আমার কিছু নেই।

[এই বলিয়া পণ্ডিতমশাই নাকে এক টিপ্ নস্য গুঁজিয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইয়া পড়িলেন, ভুরুর্ ভুরুর্ করিয়া তাঁহার নাক ডাকিতে লাগিল]

পদ্ম। পণ্ডিতমশায়ের অনুস্বর শুন্‌ছিস্ ?

মৃগেন। কই না তো !

পদ্ম। ওই যে ওঁর নাকের ভেতর দিয়ে বেরুচ্ছে রে ! (নাক ডাকিয়া দেখাইল) হাজার হোক্, পণ্ডিত মানুষ তো, ঘুমোলেও পাণ্ডিত্য যায় না।

মিহির। কি রকম সংস্কৃত ঘুম একখানা !

সলিল। ঘুম কিরে নিদ্রা বল্ !

পদ্ম। এই নিদ্রা যেদিন চিরনিদ্রায় গিয়ে মিশবে সেইদিনই কেবল পণ্ডিত মশায়ের এই অনুস্বর লোপ পাবে।

সরোজ। সেদিন তো তাঁর বিসর্গ-প্রাপ্তি !

পণ্ডিত। (ঘুমের চট্‌কা ভাঙিতেই) য়্যাঁ—য়্যাঁ—কি বল্‌ছ ? বিসর্গ-সন্ধির কথা বল্‌ছ নাকি ? য়্যাঁ ?

সরোজ। আজ্ঞে না—

পণ্ডিত। হ্যাঁ, তোমাদের কী পড়াচ্ছিলাম ? কী পাঠ দিচ্ছিলাম ? য়্যা ?

পদ্ম। আজ্ঞে, অনুস্বর-প্রকরণ।

পণ্ডিত। অনুস্বর-প্রকরণ? 'অনুস্বর-প্রকরণ বলে' তো উপক্রমণিকায় কিছু নেই। পাণিনিতেও নেই—য়্যা—অনুস্বর —অনুস্—

[পুনরায় নাক ডাকাইতে লাগিলেন]

পদ্ম। পাণিনিতে নেই, কিন্তু পণ্ডিতিতে আছে।

সরোজ। এই, কেন পণ্ডিতমশায়ের ঘুম ভাঙাচ্ছিস্ বল্‌ত? ঘুমিয়ে আছেন বেশ আছেন—জেগে উঠে পড়া চেয়ে বস্‌লেই তো সর্ব্বনাশ, কেউ আর তখন আস্ত থাকৃব না, মার খেয়ে খেয়ে মর্‌তে হবে সবাইকে।

সলিল। পদার পিঠ চুল্‌কোচ্ছে বোধ হয়।

সরোজ। পদা আছিস্, বেশ আছিস্ বাপু, আর যাই হোস বিপদা হোস্‌নে!

পণ্ডিত। (জাগিয়া উঠিয়া)। বৎসগণ, তোমাদের আজ কি পাঠ দেব তা তোমরা জানো কি?

ছেলেরা। হাঁ, পণ্ডিতমশাই, জানি আমরা।

পণ্ডিত। জানো তোমরা? অতি উত্তম, অতি উত্তম! তাহলে ত' ভালই হয়েছে। তোমরা যখন জানোই, তখন আর আমার নতুন করে' জানাবার আবশ্যক করে না।

[নাকে বেশ বড়ো একটিপ্‌ নস্য গুঁজিয়া
তিনি পুনরায় নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন।]

পদ্ম। বাঃ, পণ্ডিতমশাই তো আজ খাসা এক প্যাঁচ্ বের করছেন। বেশ ফাঁকি দিয়ে পড়াচ্ছেন? বেশতো?

সরোজ। ফাঁকি দিয়ে পড়াচ্ছেন, না, পড়ানোয় ফাঁকি দিচ্ছেন? কি বল্‌ছিস্ তুই?

সলিল। পড়বার জন্যে তোদের যে ভারি উস্‌খুস্ দেখছি? এতক্ষণ যে আস্ত আছিস্ এই ঢের!

পদ্ম। না বাপু, এসব আমার একদম্ ভালো লাগছে না। একেই তো সংস্কৃতে আমরা মা গঙ্গা, তারপর যদি পণ্ডিতমশাই সাক্ষাৎ বৈতরণী হয়ে পড়েন তাহলেই তো ভেসে গেছি। তাহলে আমরা পাশ কর্‌ব কি করে?

সরোজ। বেশ, এবার যদি জেগে পণ্ডিতমশাই ফের আবার ঐ প্রশ্ন করেন আমরা অর্দ্ধেক ছেলে বল্‌ব যে জানি, আর অর্দ্ধেক ছেলে বল্‌ব জানিনে, তাহলে দেখা যাবে পণ্ডিত-মশাই কি করেন। কি বলিস্?

মৃগেন। হ্যাঁ, সেই ভালো। দেখা যাক্ না, কি করে' না পড়িয়ে তিনি পারেন!

সলিল। মৃগেন, ভাই, একটা কাজ কর্‌বি? পার্‌বি কর্‌তে? তোকে একটা কাঁচি দেব—

মৃগেন। কাঁচি নিয়ে কি করব?

সলিল। চুপ করে' আস্তে আস্তে পণ্ডিতমশায়ের পেছনে গিয়ে ওঁর ওই আস্ত টিকিটা একেবারে গোড়া ঘেঁসে—

মিহির। হ্যাঁ, ওঁর ওই হৃষ্টপুষ্ট নধর তেল্‌তেলে—

পদ্ম। তেল্‌তেলে আর তুল্‌তুলে—

সলিল। চাকচিক্যময়—এবং চমৎকার—

পদ্ম। স্বর্গে যাবার ফাস্‌ট্‌ ক্লাস্‌ টিকিট্‌খানা—

মৃগেন। না বাপু, আমি পারব না। পণ্ডিতমশাই আমাকে পুনঃ পুনঃ বারণ করেছেন।

পদ্ম। কি, টিকি কাট্‌তে বারণ করেছেন নাকি?

মৃগেন। প্রকারান্তরে তাই বই কি! আমার নাম মৃগেন যে!

পদ্ম। মৃগেন তো কি হয়েছে?

মৃগেন। বাঃ, পণ্ডিতমশাই সেদিন কি পড়ালেন তাহলে? যে পড়া পার্‌লুম না বলে' মার খেতে হোলো সেদিন? মার খেয়ে শিক্ষালাভ করেচি—ওসব টিকি ফিকি ছাঁটার মধ্যে আমি নেই!

সলিল। মৃগেন তো টিকির কি?

মৃগেন। সেদিন কি পড়্‌লুম্‌ তবে? নহি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ! ওঁর কাছে আমি যাব না।

সরোজ। তোর মাথা, দে, আমাকে কাঁচি দে, আমিই কেটে দিচ্ছি।

মৃগেন। হ্যাঁ, তোর দ্বারাই হবে। তুই-ই পারিস্‌! তোর

আর কি। নামেও তুই সরোজ—মার খেলে তার বেশি আর কি Sorrow হবে তোর? স্বনামধন্যই হয়ে যাবি বরং!

সরোজ। যা যা, বাজে বকিস্‌নে! কাঁচি দে! আমি হচ্ছি সরোজ অব্‌ স্যাটান্‌! জানিস্‌, আমার নামে একটা বিলিতি বই আছে নামজাদা?

সলিল। তবে তো মাথা কিনে বসে' আছো আর কি! যাও, তাহলে এবার টিকিটাও কিনে নাও! (কাঁচি দিল)

[সরোজ কাঁচি লইয়া পণ্ডিতমশায়ের পিছনে গিয়া দাঁড়াইতেই, পণ্ডিতমশাই জাগিয়া উঠিলেন।]

পণ্ডিত। হ্যাঁ, বৎসগণ, কি বল্‌ছিলাম? হ্যাঁ, পড়ানোর কথা—আজ তোমাদের আমি কি পড়াবো তোমরা তাহা জানো কি?

অর্দ্ধেক ছেলে। না, পণ্ডিতমশাই, আমরা জানি নে।

বাকী অর্দ্ধেক। হ্যাঁ, পণ্ডিতমশাই, জানি আমরা। আমরা জানি।

পণ্ডিত। উত্তম, উত্তম! অতি উত্তম!! (টিকি নাড়িতে নাড়িতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।) আমি কি পড়াতে যাচ্ছি তা তোমাদের কতকের যখন জানা আছে এবং কতকের জানা নেই তখন এক কাজ করো। তোমাদের মধ্যে যারা জানো না তারা, যাদের জানা আছে তাদের কাছ থেকে জেনে নাও। এখন, আজকের মতো আমি আসি তাহলে। কেমন?

[উভয় নাকে নস্য গুঁজিয়া প্রস্থান]

প্রথম দৃশ্য

রাস্তার ধারে পদ্মলোচনের বাড়ীর রোয়াক্—প্রাতঃকাল।

পদ্মলোচন ও মিহির।

পদ্মলোচনের হাতে যত সব খবরের কাগজ।

পদ্মলোচন। তাই তো, এই পণ্ডিতমশাইকে নিয়ে তো বড়ই মুস্কিলে পড়া গেল! আবার আমার ওপরেই তাঁর বিষ-দৃষ্টি একটু বেশী যেন! কি ক'রে যে কি করি—

মিহির। কোন্‌দিন না তোর পণ্ডিত-প্রাপ্তি ঘটে যায়!

পদ্মলোচন। ঘট্‌লেই হোলো! প্রায় কেষ্ট-প্রাপ্তির কাছাকাছিই তখন দাঁড়াবে। এই তো সেদিন মান্‌কেকে, তাঁর নিজের ছেলেকেই, ক্লাসের মধ্যে এমন ঠ্যাঙন্‌টা দিয়ে দিলেন যে তার চীৎকারে হেড্‌মাষ্টার মশাইকে পর্য্যন্ত দৌড়ে আস্‌তে হোলো। তিনি এসে পড়লেন তাই রক্ষে, তা নইলে—

মিহির। মান্‌কের দফারফা হয়ে যেত? তাই নাকি?

পদ্মলোচন। রফা বলে' রফা! পণ্ডিতমশাই আরেকটু হলেই নিজের পিণ্ডলোপ করে' ফেলেছিলেন আর কি!

মিহির। বলিস্ কিরে? নিজের মানহানি, আই মীন, মান্‌কে হানি করে' বসেছিলেন?

পদ্মলোচন। করেছিলেনই তো! ওঁর যা রাগ, রাগ্‌লে তো আর জ্ঞান-গম্যি থাকে না, কেলাসে যে সময়টা তিনি ঘুমিয়ে থাকেন না, তার সবটাই তো তিনি রেগে টং হয়ে আছেন! আর রাগ্‌লে তাঁর তদ্ধিত প্রত্যয় পর্য্যন্ত লোপ পেয়ে যায় দেখেছিস্ তো? কারো হিতাহিতের কথা আর মনে থাকে না।

মিহির। দিন দিন আমাদেরও তাই বিভক্তি চটে যাচ্ছে!

পদ্মলোচন। মায়া মমতা বলে' কিচ্ছু তো নেই ওঁর শরীরে,—মারবার বেলায় উনি একেবারে মরীয়া—বেজায় নিস্বার্থপর—পরের ছেলেই কি আর নিজের ছেলেই কি!

মিহির। যাকে পাও মেরে ধরে ছেড়ে দাও। মন্দ কি? মারাত্মক উদারতাই বলা উচিত বরং!

পদ্মলোচন। তাই তো, ভারি ভাবনাতেই রয়েছি ভাই! মান্‌কের আর কি, সে মোলে তবু পণ্ডিতের আরেক ছেলে থেকে যাবে। টেটো হতভাগাটাই থেকে যাবে। আস্ত গোটাটাই থাক্‌বে। কিন্তু আমি যে ভাই বাবার একমাত্র শিশু! আমি কাবার হলে কে থাক্‌বে আমাদের? তাছাড়া আমি মারা গেলে যে একেবারেই মারা পড়বো রে?

মিহির। ভাবনার কথা বই কি! এইভাবে নিজের পরের যাবতীয় সবার সমস্ত পিণ্ডি লোপ কর্‌তে পণ্ডিতমশাই যদি উঠে পড়ে লেগে যান্—

পদ্মলোচন। বলেছিতো, পণ্ডিতের আর ভাবনা কি? তাঁর মানস-পুত্র খরচ হয়ে গেলেও, টেটো-পুত্র থেকেই গেল, সেই তাঁর পিণ্ডি দেবে গয়ায়।

মিহির। হ্যাঁ, টেটো আরো থাক্‌বে কি না! দাদার দশা দেখ্‌লেই,তক্ষুনি সে পালিয়ে গিয়ে অন্য কারো পোষ্যপুত্র হয়ে যাবে। সেদিকটা পণ্ডিত ভেবেছে কি?

পদ্মলোচন। পণ্ডিতের ভাবনা পণ্ডিতের থাক্, এখন আমি যে কি করি! মহামুস্কিলেই পড়েছি—

মিহির। পণ্ডিতমশাই মান্‌কেকে ঠ্যাঙালেন কেন? আমি তো সেদিন ভাই ইস্কুল যাইনি—জ্বরবিকার না কি যেন আমার হয়েছিল—

পদ্মলোচন। তবে যে চিঠিতে লিখেছিলি তোর পেটের অসুখ?

মিহির। হ্যাঁ, ঐ রকমই একটা কিছু। পেটের অসুখও যা জ্বরবিকারও তাই,—তাই নয় কি? তুই-ই বল্? ছুটি পাওয়া নিয়ে হোলো কথা। তা মান্‌কেকে মারলেন কেন পণ্ডিত?

পদ্মলোচন। কেন আর! পয়স্ শব্দের তৃতীয়ায় কী হবে বল্‌তে পারে নি, তাই।

মিহির। তাইতেই?

পদ্মলোচন। ঠিক তাইতে নয়। তারপর পণ্ডিত মশাই জিগ্যেস্ কর্‌লেন, পয়সা কি করে' হোলো শুনি। মান্‌কে

ঘাড় মাথা চুল্‌কে বল্ল—সে ভারী মজার কথা বল্ল সে—

মিহির। কি—কি ?

পদ্মলোচন। বল্ল, পয়সা ? তা, টাকা ভাঙালেই তো হয় জানি।

মিহির। তারপর—তারপর ?

পদ্মলোচন। তারপর পণ্ডিতমশাই তো রেগে বেগুণ। মান্‌কে বল্লে, আধুলি, সিকি, দুয়ানি সব ভাঙিয়েই পয়সা হয়, তবে টাকা ভাঙালেই বেশি পয়সা। এরপর আর পণ্ডিতমশাই নিজেকে সাম্‌লাতে পারলেন না। প্রথমে তো কিল চড় চাপট একচোট্‌ খুব কসে সাঁটালেন তারপরে আরো রাগান্বিত হয়ে আমাদের বেঞ্চিটার নড়বোড়ে পায়াটা আস্ত ভেঙে নিয়ে মানকের ঘাড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

মিহির। বলিস্‌ কি ? পিতাপুত্রে তুমুল সংগ্রাম তাহলে ?

পদ্মলোচন। মান্‌কেটা মার খাবার আগেই চীৎকার ছেড়েছিল—পেল্লায় রকমের বীভৎস এক চীৎকার—অনেকটা thanking in anticipation গোছের—বেঁচে গেল তাইতে। হেড্‌মাষ্টার মশাই পাশের কেলাস থেকে এক লাফে এসে পড়লেন। তা নইলে সেই পায়ার ধাক্কায়, চারপায়ায় চেপে আরো পায়াভারী হয়ে সেইদিনই বেচারাকে নিমতলায় রওনা হতে হোতো। আমাদেরকেই কাঁধে করে’ কষ্ট করে’ বয়ে নিয়ে যেতে হোতো আর কি !

মিহির। বলিস্ কি? শুনেই তো আমার হৃৎকম্প হচ্ছে! মান্‌কের সেই চীৎকার না শুনেই—!

পদ্মলোচন। হ্যাঁ, নিনাদ একখানা ছেড়ে ছিল বটে মান্‌কে—! আর্ত্তনাদের মত আর্ত্তনাদ! সাইরেনের আওয়াজও বলা যায়। কিন্তু আমি যে কি মুস্কিলেই পড়েছি—

মিহির। তোর কি মুস্কিল হোলো আবার?

পদ্মলোচন। আমাকে কাল সমস্ত স্বরসন্ধি ব্যঞ্জনসন্ধি আর বিসর্গসন্ধি আগাগোড়া ঝাড়া মুখস্ত বল্‌তে হবে।

মিহির। কেন, তোর অপরাধ?

পদ্মলোচন। আমিও বল্‌তে পারিনি। সেই মান্‌কেটার মার খাবার দিনই ভাইরে! আমাকে বটবৃক্ষ সন্ধিবিচ্ছেদ করতে দিয়েছিল!

মিহির। বটবৃক্ষ? সে আবার কি সন্ধিরে?

পদ্মলোচন। কে জানে ভাই! বটবৃক্ষই বল্‌তে পারে! আমার সাধ্য নয়!

মিহির। বট ছিল বৃক্ষ—বটবৃক্ষ? কিন্তু এর সন্ধি কোন্‌খান্‌টায়? বট যে বৃক্ষ—তাই না কি?

পদ্মলোচন। সে তো সমাস হয়ে গেল। যাকে বলে দ্বন্দ্বসমাস! ওর আবার সন্ধি কোথায়?

মিহির। অন্ধি-সন্ধি কিছুই তো খুঁজে পাচ্ছিনে।

পদ্মলোচন। থাক্‌লে তো পাবি? বট গাছের সব ডালে ডালে ঘুরে বেড়ালেও না—তার আগাপাশতলা

হাতড়ালেও পাবিনে। আর কিছুনা, এ কেবল পণ্ডিতের আমাদের ধরে ধরে প্রহারের অভিসন্ধি। তাছাড়া আর কি?

মিহির। তা তুই কি বল্লি?

পদ্মলোচন। আমি বল্লাম যে বটগাছের ডালে দড়ি বেঁধে গলায় লাগিয়ে লট্‌কে পড়্‌লে একটা সন্ধি হয় বটে, কিন্তু সেটা কি ঠিক স্বরসন্ধি হবে? বিসর্গসন্ধিও হবে না বোধ হয়? বরং সেটাকে স্বর বন্ধ হয়ে স্বর্গের সঙ্গে সন্ধি বল্‌লেও বল্‌তে পারা যায় হয়তো।

মিহির। বলেছিলি? বলেছিলি তুই? যাঃ!

পদ্মলোচন। ঠিক উচ্চারণ করে' বলিনি। তবে মনে মনে বলেছিলুম বই কি!

মিহির। (হতাশ হয়ে) মনে মনে? তাহলে আর কী হোলো? মজা কী হোলো? তা পণ্ডিতমশাই কি বল্লেন?

পদ্মলোচন। তিনি যা বল্লেন তা আমার বিশ্বাস হয় না। তিনি বল্লেন, বটো প্লাস্ ঋক্ষ—হোলো বটবৃক্ষ। ওটা নাকি স্বরসন্ধিই—ওকারের পর ঋকার থাকিলে, উভয়ে মিলিত হইয়া তখন কি না কী যেন হয়ে যায়। আপ্‌না থেকেই হয়ে যায়।

মিহির। বটে বটে? খুব আশ্চর্য্য তো!

পদ্মলোচন। তিনি বল্লেন যে বটু মানে হোলো ব্রাহ্মণ, তার সম্বোধনে বটো, আর ঋক্ষ মানে ভল্লুক। কিন্তু ভাই, বামুনের সঙ্গে ভল্লুকের কি সম্বন্ধ? আমি তো ভাই ভেবে

২

পাইনে। বামুন কি আর সন্ধি করবার লোক পেল না—ভল্লুকের কাছে মর্‌তে গেল ?

মিহির। আমাদের পণ্ডিতের যতো সব ছিষ্টিছাড়া—

পদ্মলোচন। যা বলেছিস্। কিন্তু আমি—আমি না এই কথা যেই বলেছি, ঠিক মনে মনে নয়, মুখ ফুটেই বলে' ফেলেছি, পণ্ডিতমশাই চেয়ার থেকে নেমে এসে কান ধরে' আমাকে এই চাঁটি তো এই চাঁটি !—

মিহির। কান ধরে' ? কার কান ধরে' ?

পদ্মলোচন। আমার না তো আবার কার কান ? পণ্ডিত নিজের কান ধরতে যাবে না কি ?

(সরোজের প্রবেশ)

সরোজ। এইবার সেরেছে ! সেকেণ্ড্ কোয়ার্টার্লির সংস্কৃতের সমস্ত খাতা এবার ভূতো পণ্ডিতের হাতেই পড়েছে রে ! সর্ব্বনাশ করেছে।

পদ্মলোচন। আমি পাশ করেছি কি না জানিস্ ?

মিহির। আমি কত নম্বর পেয়েছি রে ?

সরোজ। সব রং নম্বর ! ভূতো পণ্ডিতের হাতে আর কাউকে পাশ কর্‌তে হবে না। ওই যে মান্‌কেটা আস্‌ছে —এদিকেই আস্‌ছে—ওকেই জিগ্যেস কর্ না। বাবার আড়ালে যদি খাতাটাতা দেখে থাকে ?

(মানসের প্রবেশ)

মানস। এই পদা, তোর হাতে ওসব কিরে ?

পদ্মলোচন। যত রাজ্যের খবরের কাগজ। ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্‌, বঙ্গবাসী, এডুকেশন গেজেট্‌ এই সব। বাবা পড়েন। পিয়নে দিয়ে গেল এইমাত্র। হ্যাঁরে, মান্‌কে, পণ্ডিতমশাই না কি আমাদের খাতা দেখছেন ? কত নম্বর পেয়েছি আমি ?

মানস। (গম্ভীর মুখে) বোধ হয় এগারো।

পদ্মলোচন। মোটে ? আর তুই ?

মানস। পাঁচ কি সাত। তবে আমি বাবার অজ্ঞাতে নম্বরের আশে পাশে সংখ্যা বসিয়ে পঞ্চান্ন কি সাতচল্লিশ করে' নেব'খন। ভাগ্যিস্‌ তোর মতো এগারো পাই নি, তাহলে কি মুস্কিল যে হোতো ! একশর মধ্যে একশ দশ তো আর পাওয়া যায় না।

মিহির এবং সরোজ } আর আমরা ? আমরা ?

মানস। তিন, দুই, জিরো। অনেকে আবার মাইনাস্‌ পাঁচ, মাইনাস্‌ সাত পেয়েছে ; তারা সব 'ফ্রিজিং পয়েণ্টে' বসে আছে—সব 'বিলো জিরো' !

মিহির। চ' চ' নিজের চোখে দেখা যাক্‌ গিয়ে। যাবি খাতা দেখ্‌তে ?

সরোজ। পণ্ডিতমশাই দেখালে তো !

মানস। যাবি তো চ' ! আমার সঙ্গে খানিক দূর অবধি যেতে পারিস্ ! খাতা পর্য্যন্ত না হলেও বাড়ী পর্য্যন্ত নিয়ে যেতে পারি।

(সকলে উঠিল)

পদ্ম। আচ্ছা আচ্ছা, চল্‌তো !

মানস। আমি কিন্তু ভাই তার বেশী এগুতে পারব না, আগে থেকেই বলে রাখছি। আমার বাড়ীর দোরগোড়া পর্য্যন্ত আমি আছি, তার পর আমি নেই। আমি কিন্তু বাবা, বাবার কাছে এগুবনা, তা কিন্তু বলে' রাখ্‌ছি বাবা !

[সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

পণ্ডিত ভূতনাথ শর্ম্মার আলয়।

পণ্ডিতমশাই একমনে ছেলেদের খাতা দেখিতেছেন আর বলিতেছেন—আপন মনেই বলিতেছেন—

পণ্ডিত। নাঃ, এ হতভাগা সাড়ে তিনের বেশি কিছুতেই পেতে পারে না—পৌনে চার দিলে খুব বেশি দেয়া হয়।

[পৌনে চার কাটিয়া সাড়ে তিন করিলেন]

সরোজটা কতো পেয়েছে? কতো দিলাম ওকে? য়্যাঁ? চার মেরে দিয়েছে—বলে কি! এত বেশি নম্বর পাবার—একেবারে চার প্রহার করবার—ছেলে তো ও নয়। কি করে' মারল? দেখি, খাতাটা দেখি আরেকবার। ইস্, তাই তো বলি! ভুলে দিয়ে ফেলিনি—যোগেই ভুল হয়েছে। সবশুদ্ধ থেকে মাইনাস্ সাত বাদ দিতেই ভুলে গেছি! বিয়োগান্তক সাত বাদ দিলে কিছুই তো অবশিষ্ট থাকে না। মোটমাট দেড় পায় ও। দেড়? উঁহু, আসলে দেড় নয়—মাইনাস্ দেড় তাও আবার! ছোঁড়াটা দেড়া মুখ্যু—ডবল মুখ্যুও নয়। ডবল হচ্ছে পদ্মটা—ওকে কাট্‌লে দুটো মুখ্যু বেরয়। তেম্‌নি পেয়েছেও রেকর্ড্‌মার্ক!—মাইনাস্ সাড়ে ত্যারো! সংস্কৃতের এতখানি শ্রাদ্ধ করে' সার্দ্ধ ত্রয়োদশ! তাও আবার মাইনাস্! অপোগণ্ডটা বলে কি যে বটবৃক্ষের মধ্যে আবার সন্ধি

কোথায়? বলে কি না যে ভালুকের আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই—বামুনের সঙ্গে জড়াজড়ি করতে গেছে। কেন করবে না শুনি? ভল্লুকরা তো তাই চায়—তারা তো মানুষ পেলেই জড়াজড়ি করবে—তাদের ধরে' ধরে' খাওয়া-দাওয়াই তো তাদের কাজ। প্রাত্যহিক কর্ম্ম—নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া-পদ্ধতি যাকে বলে। তারা কি বটু—অবটু বাছে কখনো? ঐ পদ্মটাকেই যদি বাগে পায়, ছাড়বে নাকি? অচিরাৎ বিসর্গ সন্ধি করে' বসবে। পদ্ম তো পদ্ম—স্বয়ং মহাপদ্ম আমাকে পেলেই কি সমীহ করবে নাকি? উহুঁঃ, সে পাত্রই নয় ঋক্ষরা! গোটা-ক্লাস-শুদ্ধ-আমি তেমন তেমন একটা ভল্লুকের পক্ষে এক অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন। একবেলার আহার্য্য মাত্র! তখন আর অন্য সন্ধি নয়—সাক্ষাৎ ব্যঞ্জন-সন্ধি! হুঁঃ!

[নেপথ্য হইতে ছেলেরা—"পণ্ডিতমশাই বাড়ী আছেন?"]

পণ্ডিত। কে রে? কে?

পদ্ম। আজ্ঞে আমি পদ্ম—

মিহির। আমি মিহির—

সরোজ। আমি সরোজ।

পদ্ম (চাপা গলায়)। আপনার সরোজ্ অফ্ দি স্যাটান্।

[বলিতে বলিতে বালকদের প্রবেশ।

পণ্ডিত। এই প্রাতঃকালে! কি মনে করে' বৎসগণ?

সরোজ। আজ্ঞে, আপনার জন্যে কিছু এনেছি—

পণ্ডিত। সয়তান্ কোথাকার! আমার সঙ্গে চতুরতা?

চালাকি আমার সঙ্গে ? ভালো চাও তো সরে' পড়ো এখান থেকে। এই দণ্ডেই অন্তর্হিত হও। নতুবা—নতুবা এই যষ্টি-খণ্ড দেখ্ছ তো! এর এক এক ঘায়ে এক একজনকে ছ ছ-খানা বানাব—আহ্লাদে আটখানাগিরি বেরিয়ে যাবে! ষষ্ঠী বিভক্তি করে' ছাড়ব! হুঁঃ!

পদ্ম। আচ্ছা সার্! আমরা আপনাকে বিরক্ত করব না, শুধু আমাদের নম্বরটা আপনি বলে' দিন্।

মিহির। হ্যাঁ, সার্, কেবল কত পেয়েছি বল্লেই হবে, আর কিছু চাইনে।

সরোজ। সেই জন্যেই তো এই সকালে—এই প্রাতঃকালে এত কষ্ট করে' আসা—দয়া করে' বলে' দিন্ সার—

পণ্ডিত। সব ইয়া ইয়া গোল গোল পেয়েছো। বুঝেছ পণ্ডিতের দল? আবার কী পাবে? এখন লক্ষ্মী ছেলের মতো সুড় সুড় করে' সরে' পড়ো দেখি। এই যষ্টিদণ্ড যদি তোমাদের পৃষ্ঠেই ভাঙি তাহলে আমার কতখানি পথকষ্ট হবে সেকথা ভেবেচ কি? গেঁটে বাত নিয়ে বিনা লাঠিতে হাঁটাহাঁটি করা আমার পক্ষে এই প্রৌঢ় বয়সে সম্ভব নয়। তাছাড়া, এই যষ্টিখণ্ড—

পদ্ম। আর আপনি আমাদের পৃষ্ঠভঙ্গ করে' দিলে বিনা পৃষ্ঠদেশে আমরাই বা কি করে' হাঁট্‌ব সার? আপনিই বলুন্ না!

পণ্ডিত। বটে? আমার সঙ্গে ইয়ার্কি? আমার সহিত

রসিকতা ? হাস্য-পরিহাস আমার সঙ্গে ? বটে বটে ? দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি—

সরোজ। সার্, আপনার জন্য কিছু এনেছিলাম। কিন্তু কিছুটা যে কোথায় ফেল্লাম, মনে পড়্ছে না তো ! পথে আস্‌তে আস্‌তেই হারালাম নাকি ? কিচ্ছু মনে পড়্ছে না তো !

পদ্ম। আমরা নিজেরাই দেখে নেব। খাতাগুলো দেখিয়ে দিন্ না সার ! আপনার পায়ে পড়ি।

পণ্ডিত। দাঁড়াও, এই লাঠিগাছ আমার পৈতৃক সম্পত্তি। এটা বিনষ্ট করা আমার অভিপ্রেত নয়। ভেতরে একটা বেড়াল-তাড়ানো ব্যাঁখারি আছে, সেইটা নিয়ে আসি।

[পণ্ডিতমশাই ভিতরের কক্ষে গেলেন।]

মিহির। আর এখানে না, পালাই চ !

সরোজ। এ যে দেখ্ছি গেছো পণ্ডিত বাবা ! গাছ নিয়ে তাড়া করে !

পদ্ম। দাঁড়া, এক কাজ করা যাক্। বার থেকে ঠিক হেড্‌মাষ্টার মশায়ের মতো গলা করে' ডাকি আয়—ভারি মজা হবে দেখিস্ !

[পণ্ডিতমশায়ের পুনঃপ্রবেশ।]

পণ্ডিত। এখনো দাঁড়িয়ে ? বটে বটে ? ভারি দুঃসাহস দেখ্ছি। আস্পর্দ্ধা কম নয় ! দাঁড়াও, এই ব্যাঁখারি-প্রয়োগে ব্যায়রাম সারাচ্ছি তোমাদের !

[লাঠি লইয়া তাড়া করিতেই 'বাবারে মারে' বলিয়া ছেলেদের পিট্টান্।]

পণ্ডিত। উঃ, কী বদ্ এই সব বালকবৃন্দ! সাক্ষাৎ নাভিশ্বাস! ঋক্ষরা যে এত লোকের সঙ্গে সন্ধি করে, গায়ে পড়েই করে, বটু-অবটু পর্য্যন্ত বাছেনা, অথচ এই নাবালকদের কেন যে নেয় না আমি ভেবে পাইনে। নিলে আপদ্ যায়!—

পদ্ম। (নেপথ্য হইতে—হেড্‌মাষ্টারের মতো মোটা গলায়)। পণ্ডিতমশায় বাড়ী আছেন নাকি?

পণ্ডিত। (ব্যস্তসমস্ত ভাবে)। আজ্ঞে হাঁ, আছি। আসুন্—আস্‌তে আজ্ঞা হোক্—

(বলিয়া তাড়াতাড়ি দরজার নিকটে যাইতেই)

ওঃ, তোমরাই পাজীর দল? আমার সঙ্গে চাতুর্য্য? চতুরতা আমার সঙ্গে? পুনরায় আমার সঙ্গে রসিকতা? পুনঃ পুনঃ হাস্যপরিহাস? বটে বটে? বংশদণ্ডটা গেল কোথায়!—

[বলিয়া ব্যাঁখারিটা আনিতে যাইতেই

ছেলেরা (নেপথ্য হইতে)। ওরে বাবারে পালা! শীগ্‌গির পালা। পণ্ডিত ক্ষেপেছে রে!

[ছেলেরা প্রস্থান করিলে পণ্ডিতমহাশয় আবার খাতায় মন দিলেন।

পণ্ডিত (আপন মনে)। ছেলে তো নয় এক একটি রত্ন! মাতা শব্দের সপ্তমীতে লিখেছে জামাতা! যা মাথা এক-একখানা! বাঁচলে হয়! হাঁ, ভালো কথা, ভালো মনে পড়ে গেছে—জংলী! এই জংলী! বাবা জঙ্গলেশ্বর। দর্শন দাও!

[জংলীর প্রবেশ]

জংলী। আইগা কর্ত্তা।

পণ্ডিত। আমার জামা কোথায় রেখেছিস্?

জংলী। আইগা, সেইডা ত সোডা দিয়া কাইচা দিছি—

পণ্ডিত। কে বলেছে তোকে সোডা দিয়ে কাচ্‌তে? পরিষ্কৃত করতে পয়সা লাগে না? সোডার পয়সা কোথায় পেলি?

জংলী। আইগা, হাপনার ঐ জামার পাকিটেই একডা পয়সা আছিল সেইডা দিয়াই সোডা হান্‌ছি—সেই সোডা দিয়াই—

পণ্ডিত। আমার মাথা খাইছস্!—হতভাগা কোথাকার!

জংলী। তা আইগা, একডা ফতুয়া কাচতি এক পয়সার সোডা লাগ বনা—হাপ্‌নি কহেন কি কর্ত্তা?

পণ্ডিত। কে তোকে ফতুয়া কাচ্‌তে বল্লে? একটা ফতুয়া কাচ্‌তে এক পয়সার সোডা? এই করেই তুই ফতুর কর্‌বি আমায়। আমাকেই ফতুয়া করে' ছাড়্‌বি।

জংলী। আইগা ফতুর আপনে অইবেন না ফতুর অইব ধোপারা—ফতুর অইব নাপিতরা—

পণ্ডিত। ঠিক বলেছিস্। এ সপ্তাহে আর দাড়ি কামানো নয়। অনর্থক আমার একটা পয়সা জলে দিলি। পয়সাটা তুল্‌তে হবে তো! হপ্তায় দুদিন দাড়ি কামাতে যায় চার পয়সা—

এক পয়সা পঙ্কোদ্ধার করতে চার পয়সা সাশ্রয়! যাঃ, আর দাড়িই কামাবো না—দাড়ি কামিয়ে কি হয়?—

জংলী। আইগা, দাড়ি রাইখা ভাল একডা কোট অইব কর্ত্তা—ওই দাড়ি দিয়াই অইব—ভাল একটা গড়ম কোট অইব—

পণ্ডিত (বিস্মিত হইয়া)। বলিস্ কি জংলী? ভেড়ার লোমে গরম কাপড় হয় শুনেছি—তাতে কোটই বানাও আর কামিজই বানাও—ফতুয়াও বানাতে পারিস্—কিন্তু তা বলে' মানুষের দাড়িতে—তুই বলিস্ কিরে জংলী—?

জংলী। আইগা কর্ত্তা, দাড়ি দিয়া অইব না, দাড়ি রাইখা যে পয়সা জম্‌ব সেই পয়সাতেই কোট অইব।

পণ্ডিত। কোট কি রে পাগল, কোঠাবাড়ী হতে পারে। হিসেব করে' দ্যাখ্‌তো, দুবার কামাতে হপ্তায় চার পয়সা, মাসে ষোল পয়সা, বৎসরে দুই মুদ্রা, ষাট বৎসরে এক শত কুড়ি মুদ্রা—য়্যাঁ? য়্যাতো টাকা—একশো—কুড়ি টা—কা!—

[বিরাট হাঁ করিয়া ফেলিলেন

জংলী। হাপনার বিকট হাঁ-ডা থামান্ কর্ত্তা, হামার বুক কেমন কাঁপ্‌তিছে—

পণ্ডিত। বুক কাঁপ্‌বার কথাই যে রে জংলী! মোটে তো কুড়ি টাকা মাইনে পাই—দশশো বিশশো নয়, তার যদি এত টাকা দাড়ি কামাতেই বেরিয়ে যায়, জামা কাচাতেই যদি নিঃস্ব হয়ে পড়ি—তাহলে চল্‌বে কি করে'? একটু বুঝে সুঝে খরচ করিস্, বুঝ্‌লি বাপু?

জংলী। আইগা কর্ত্তা !

পণ্ডিত। যা বাপু, যা আমার সাম্‌নে থেকে যা—তোকে যতই দেখ্‌ছি ততই আমার মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। একটা জামা কাচ্‌তে একটা পয়সা—গোটা একটা পয়সা—একেবারে নগদ,—হায়—হায় ! আমার সাম্‌নে অমন করে' দাঁড়িয়ে থাকিস্‌নে, যা !

জংলী। আইগা কর্ত্তা !

পণ্ডিত। ফের বদন-ব্যাদন করে' দাঁড়িয়ে থাক্‌লি ?

জংলী। আইগা কর্ত্তা, খামাখাই গা'ল দিবেন না—ভালো অইব না— [জংলীর বাহিরে প্রস্থান]

পণ্ডিত (পুনরায় খাতায় মনোনিবেশ)। নাঃ আর ছা'ই কিছু ভাল লাগ্‌ছে না। খাতা দেখে কি হবে ? সকাল-বেলাতেই পুরো একটা পয়সা বাজে খরচ হয়ে গেল—দূর্ দূর্ ! সারাটা দিন আজ অতিশয় খারাপ যাবে।

[খাতাগুলি লইয়া বাড়ীর ভিতরের দিকে গেলেন]

[হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ের প্রবেশ]

হেড্‌মাষ্টার। পণ্ডিত মশাই কই ? চাকরটা যে বল্ল, বাইরের ঘরেই উনি রয়েছেন। নাঃ, ছেলেদের খাতাগুলো একবার দেখা দরকার। সব ছেলেই নাকি সংস্কৃতে ফেল্ করেছে শুন্‌ছি। ভালো কথা নয় তো ! (উচ্চৈঃস্বরে) পণ্ডিতমশাই ! ও পণ্ডিতমশাই !

পণ্ডিত (নেপথ্য হইতে)। পদা, আবার এসেছিস্! দাঁড়া’ মজা দেখাচ্ছি! আজ তোরই একদিন—কি—আমারই একদিবস—

হেড্‌মাষ্টার। আমি পদা নই—আমি তারকবাবু—হেড্‌মাষ্টার—

পণ্ডিতমশাই (নেপথ্য হইতে)। আর ধৃষ্টতা করতে হবেনা—যাচ্ছি লাঠি নিয়ে—

[লাঠি হস্তে পণ্ডিতের সবেগে প্রবেশ]

হেড্‌মাষ্টার। য়্যাঁ, একি পণ্ডিতমশাই? এসব কি? লাঠি কেন? ছেলেরা তাহলে বলে মিথ্যে নয়। পড়ানোর চেয়ে পেটানোর দিকেই আপনার বেশি মনোযোগ। ছেলেরা যে আপনাকে দেখ্‌তে পারেনা তার কারণ আছে তাহলে।

পণ্ডিত। আজ্ঞে—আজ্ঞে—একটু আগেও পদা ছোঁড়াটা এখানে এসে ভারী উৎপাৎ করে’ গেছে—আমি মনে করেছিলুম সেই আবার এসেছে বুঝি! নইলে আমি আপনাকে—আপনাকে কি আমি লাঠি মার্‌তে পারি? আপনি আমাদের হেড্‌মাষ্টার—ইস্কুলের মাথা—আমাদের সকলের গৌরব—আপনাকে কি লাঠি মারা যায়?

হেড্‌মাষ্টার। যাক্ গে, যেতে দিন। আর কখনো এমন করবেন না। আর হ্যাঁ, কাল্‌কেই সব খাতা সাব্‌মিট কর্‌তে হবে, বুঝেছেন? আমি চল্লাম—

পণ্ডিত। আজ্ঞে, কিছু মনে করবেন না—এই যষ্টি—

আজ্ঞে—এই লগুড় আপনার উদ্দেশে আনীত নয়। সেই বেয়াক্কেলে পদা ছোঁড়াটাই আমাকে এভাবে ত্যক্ত করে' বিপদে ফেলেছে। আজ্ঞে—বুঝ্‌লেন কিনা—

হেড্‌মাষ্টার। থাক্ থাক্। যা হবার হয়ে গেছে।

পণ্ডিত। আপনার গায়ে লাগেনি তো? লেগেছে কি? লাগ্‌লেও তেমন খুব লাগেনি ত? আজ্ঞে, সমস্তই ওই পদা নামক দুর্ব্বৃত্তের কাণ্ড—

হেড্‌মাষ্টার (হাসিয়া)। পদার কাণ্ড যে তা বুঝ্‌তে পেরেছি। আচ্ছা, এখন আসি। হ্যাঁ, আর শুনুন, কাল সোমবার ইন্‌স্‌পেক্‌টার আস্‌ছেন—স্কুল ভিজিট্ কর্‌তে আস্‌ছেন। সুতরাং, একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে, ভালো কাপড় জামা পরেই ইস্কুলে যাবেন, বুঝেচেন কিনা? আচ্ছা আসি তবে।

পণ্ডিত। আজ্ঞে সে কথা আর বল্‌তে হবেনা। জামা কাপড় পরে' যাব বই কি! পরিষ্কার জামা-কাপড়েই যাব। সেজন্য ভাব্‌বেন না।

[হেড্‌মাষ্টারের প্রস্থান।

জংলী! ওরে জংলী! জংলী হতভাগা কোথায় গেলি আবার?

[জংলীর প্রবেশ]

জংলী। আইগা কর্ত্তা, ডাক্‌তিছেন?

পণ্ডিত। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ডাক্‌তিছি। একটা জামা কিনে আন্‌তে পার্‌বি? আনতো এখুনি।

জংলী। আইগা পয়সা কোথায়? আমার লগে তো মোড দেড়ডা পয়সা আছে, দেড় পয়সায় জামা অইব না।

পণ্ডিত। ভারী ওপর-চালাক হয়েছিস তুই! না? সব কথায় তোর ফোঁপর-দালালি। ঐখানে তাকের ওপরে আট আনা পয়সা আছে, তাই দিয়ে একটা জামা কিনে আন্‌গে—নিলামী টিলামী যা সুলভে পাস্, সস্তায় পাবি, নিয়ে আস্‌বি—একটু ফর্‌সা দেখে আনিস্, পরিষ্কৃত দেখে, বুঝ্‌লি? পাশের নিলামী দোকান থেকে নিয়ায় না কেন, সস্তা হবে।

জংলী। আইগা হ।

[জংলীর প্রস্থান]

পণ্ডিত। একেই বলে দুর্ভাগ্য! যখনই আজ সকালে একটা পয়সা জলে গেছে, তখনই জানি, আজ অনেক লোকসান্ বরাতে আছে। আট—আট আনা অপব্যয়। দাড়ি না কামিয়ে যদি বা দু পয়সা বাঁচিয়েছি অম্‌নি ইন্সপেক্টার এসে হাজির! হা হতোস্মি! পদা হতভাগার যখন আজ সকালে দগ্ধ মুখ দেখিছি তখনই জানি যে আজ পদে পদে বিপদ! তার ওপর এই নাহক্ দণ্ড—অষ্ট আনা বৃথা নষ্ট! হায় হায়!

[জামা লইয়া জংলীর প্রবেশ]

জংলী। এই লন্ কর্ত্তা! লম্বা জামা ছাড়া আরত পালাম না! জামা ভালই অইছে, কেবল হাতা দুইডা একডুক্ লম্বা—

পণ্ডিত। দেখি, দেখি! (হাতা মাপিয়া) তা ভালোই কিনেছিস্। হাতাটা একটু কেটে রাখিস্ তাহলেই হবে। এই আঙুল চারেক, তাহলেই হবে! বুঝ্‌লি?

জংলী। আচ্ছা, তাই করুম্ কর্ত্তা!

[জংলীর প্রস্থান এবং মানসের প্রবেশ]

পণ্ডিত। মানস, শোনো তো বাপু। এদিকে এসো। পড়াশুনায় তো একটি হস্তীমূর্খ হয়েছ। একটা কাজ পারবে? এই জামার হাতাটা আঙুল চারেক কেটে রেখো দিখি। কাল ইন্স্‌পেক্টার আস্‌ছেন কিনা ইস্কুলে—এই পরেই তো যেতে হবে। জংলীটাকে বলেছিলাম—ওর মনে থাক্‌বে কিনা কে জানে—যা ওর মেধা-শক্তি! তুমি পারবে কেটে রাখতে? চারিঅঙ্গুলি মাত্র, বেশী না।

মানস। পারব বাবা। কেটে রেখে দেব একসময়ে, চার অঙ্গুলি তো? আপনি ভাববেন না।

[মানসের প্রস্থান]

পণ্ডিত। হ্যাঁ, ভাবব না! তাহলেই হয়েছে! আজ-কালকার ছেলেদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেছ কি গেছ! যা পড়াই, যা বলে দি, সবই ভুলে মেরে দিচ্ছেন—প্রত্যহের পড়া, তাই মনে রাখতে পারছেন না উনি আবার জামার কথা স্মরণে রাখ্‌বেন। তাহলেই হয়েছে। না, ওদের বাক্যে আস্থাস্থাপন করা আদৌ সমীচীন নয়। আমি নিজেই কেটে রাখি—

(কাঁচি লইয়া কর্ত্তন)

চার আঙুল কাট্‌লে কি হবে? আরো কাটা দরকার। আরো আঙুল চারেক কাটি—

(পুনরায় কর্ত্তন—মাপিয়া দেখিয়া)

একটা হাতা আরেকটার চেয়ে একটু ছোটো হয়ে গেল—তা হোক্, বেশ মানাবে কিন্তু।

(পণ্ডিতের প্রস্থান)

[জংলীর প্রবেশ]

জংলী। কর্ত্তায় ত কইছে কাল তেনাগো ইন্‌ফাট্টার বাবু আইব—তরাতরি জামাটা কাইটা রাখি—

(কাঁচি দিয়া জামার হাতা-কর্ত্তন ও প্রস্থান)

[মানসের প্রবেশ]

মানস। বাবা বল্‌ছিলেন হাতাটা কেটে রাখ্‌তে। কখন আবার ভুলে যাব, যাই, চার অঙ্গুলি কেটে রেখে দি—নইলে বাবা যা বদ্‌রাগী—বাব্‌বা! আমারই চারটে আঙুল না কেটে নেন্!

(কাঁচি দিয়া জামার হাতা-কর্ত্তন ও প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

(ইস্কুলের ঘর)

ইস্কুলের ঘড়িতে সাড়ে এগারোটা পণ্ডিতের ক্লাসে পণ্ডিত অনুপস্থিত—ছাত্ররা বসিয়া জটলা করিতেছে। সরোজ, মিহির, সলিল, মৃগেন, পদ্মলোচন, প্রভৃতি—এবং—আরো সব অন্যান্য ছাত্র—

সরোজ। পণ্ডিত মশায়ের হোলো কি আজ? এত দেরি কেন রে?

সলিল। ফার্স্ট্ পিরিয়ডেই ওঁর ক্লাস ভুলে গেছেন বোধ হয়?

মিহির। ফার্স্ট্ পিরিয়ডের ক্লাসে কবে আর উনি ঠিক সময়ে এসে পৌঁছন্—ওঁর তো নাইতে খেতে আর মন্তর আওড়াতেই বারোটা বেজে যায়!

সরোজ। সব দিন আর আজ কি সমান? আজ ইন্স্‌পেক্টার আস্‌চেন ইস্কুল ভিজিট্ করতে, আজ বারোটা বাজালে—

সলিল। তাহলে বারোটা বেজে যাবে পণ্ডিতের। ইন্সপে-ক্টারই বারোটা বাজিয়ে দেবেন।

মিহির। তাহলে ভারী জব্দ হয় পণ্ডিত। এতদিন যতো আমাদের ঠেঙিয়েছে একদিনে সব শোধ হয়ে যায়।

সলিল। ইন্‌স্‌পেক্‌টার এসে পড়ে এক্ষুনি, বেশ হয়—

সরোজ। এসে পড়্‌ল বলে'—দেরি নেই আর—

সলিল। বাস্তবিক, এত দেরি,—পণ্ডিত মশায়ের এত দেরি তো কক্ষনো হয় না। কতক্ষণ ইস্কুল বসে গেছে—কিরে, পদা, তুই কিছু কথা বল্‌ছিস্‌ না যে? চুপ্‌ করে' কেন?

পদ্মলোচন। ভাই, ইস্কুলে আস্‌বার সময় আমি একটা ভালুক দেখেছিলাম, রাস্তায় একজন নাচাচ্ছিল, তাই আমি ভাব্‌চি কি, পণ্ডিতমশাই আস্‌তে আস্‌তে, পথে দেখা পেয়ে, সেই ভালুকটার সঙ্গে কোলাকুলি বাধিয়ে বসেন নি ত?

সলিল (সবিস্মিত)। ভালুকের সঙ্গে? ভালুকের সঙ্গে কোলাকুলি? কেন—ভালুকের সঙ্গে কেন?

পদ্মলোচন। বাঃ, পণ্ডিতমশাই বামুন যে! ভালুকেরা ভারি পছন্দ করে কিনা বামুনদের—

সলিল। বামুন হলেই বা! ভালুকের সঙ্গে কোলাকুলি করার প্রয়োজনটা? ভালুক কিছু প্রিয়জন নয় যে—

পদ্মলোচন। বাঃ, ভালুকের আর বামুনের মধ্যে সন্ধিসূত্র রয়েছে যেরে! আর আমাদের পণ্ডিতের যে রকম সন্ধির দিকে ঝোঁক্‌! ভালুক পেয়েছে কি আর কথা নেই—অম্‌নি তাকে পাঁজাকোলা করে' পাক্‌ড়েছেন! সেই কথাই তো ভাবছি আমি।

[এমন সময়ে ইন্‌সপেক্‌টার সহ হেডমাষ্টারের প্রবেশ—ক্লাসের সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল]

ইন্‌স্‌পেক্‌টার। একি, এখন পর্য্যন্ত ক্লাস্‌-টিচার আসেন নি?

হেড্‌মাষ্টার। আজ্ঞে, পণ্ডিতমশাই একটু বুড়ো মানুষ কি না!—কোন কারণে হয়তো একটু দেরী হচ্ছে আজ—কোনো দিন তো এমন হয় না।

ইন্‌স্‌পেক্‌টার। মে বি ওল্‌ড্‌, বাট হি মাস্‌ট্‌ বি পাংচুয়াল্‌। এই দৃশ্য দেখে আমি ভারি দুঃখিত হলাম—

[পণ্ডিতমশাই সেই হাতকাটা জামা গায়ে হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রবেশ করিলেন, সমস্ত ছেলেরা দেখিয়া হাসিয়া উঠিল—]

হেড্‌মাষ্টার। একি, এ বেশ—এ রকম বেশ কেন?

পণ্ডিত। আজ্ঞে—আজ্ঞে—

ইন্‌স্‌পেক্‌টার। ইনিই আপনাদের পণ্ডিতমশাই? আপনি স্কুলের আইন-কানুন কিছু জানেন না? স্কুলের ডিসিপ্লিন্‌ আপনি ভঙ্গ করেছেন। বাধ্য হয়ে আপনার ত্রিশ টাকা জরিমানা কর্‌তে হচ্ছে। এ-মাসের বেতন থেকেই সেটা কাটা যাবে আপনার।

হেড্‌মাষ্টার। (ছেলেদের দিকে চাহিয়া) তোমাদের আজ ছুটি! কালও ছুটি! ইন্‌স্‌পেক্‌টার মশায়ের শুভাগমনের জন্যে ইস্কুল একদিন বন্ধ দেওয়া হোলো!

[সকলে চলিয়া গেল। পণ্ডিতমশাই মাথায় হাত দিয়া একাকী বসিয়া রহিলেন।

চতুর্থ দৃশ্য

ইস্কুলের সেই ক্লাস ঘর—পদ্ম, সরোজ, মৃগেন, মিহির, সলিল, মানস প্রভৃতি এবং পণ্ডিতমহাশয়। ছেলেরা পড়িতেছে, গোল করিতেছে, পণ্ডিত মহাশয় পড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন—

হেড্‌মাষ্টার প্রবেশ করিলেন—

হেড্‌মাষ্টার। সবাই মিলে তোমরা সংস্কৃতে ফেল্ করলে কি করে'?

(ছেলেরা—চুপ্)

হেড্‌মাষ্টার। তোমাদের মধ্যে কোন ষড়যন্ত্র ছিল না কি? য়্যাঁ? তা না হলে এমন চমৎকার রেজাল্ট্ হয় কি করে'?

পদ্ম। পণ্ডিতমশাই আমাদের পড়ান্ না সার!

পণ্ডিত (রাগিয়া)। কি? অধ্যাপনা করি না? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!

হেড্‌মাষ্টার (পণ্ডিতকে বাধা দিয়া)। থামুন্ আপনি,—তোমাদের কি বল্‌বার আছে বলো?

পদ্ম। পড়তে চাইলে উনি আমাদের ধরে' ধরে' বটবৃক্ষে ঝুলিয়ে ছ্যান্!

হেড্‌মাষ্টার (সবিস্ময়ে)। বটবৃক্ষে ঝুলিয়ে ছ্যান্? সে কি? সে আবার কি।

পদ্ম। আজ্ঞে, আমাদের বটবৃক্ষের সন্ধিবিচ্ছেদ করতে বলেন।

হেডমাষ্টার। বটবৃক্ষের সন্ধি আবার হয় না কি? য়্যাঁ? কী বলেন পণ্ডিত মশাই? অবশ্যি, দা-কুড়ুল নিয়ে হৈ চৈ করে' বটবৃক্ষের সঙ্গে লাগলে, যুদ্ধ একটা করলেও করা যায় হয়তো, কিন্তু বটবৃক্ষের সঙ্গে সন্ধি? সে আবার কি রকম?

মৃগেন। আজ্ঞে, তাইতো সার্! তা আমরা পারব কেন? তা কি পারা যায়?

মিহির। আমরা ছেলেমানুষ তো!—

সলিল। যুদ্ধ করতেই পারব কি না কে জানে, সন্ধি তো ঢের পরের কথা।

হেডমাষ্টার। বটবৃক্ষের কি সত্যই কোনো সন্ধি হয় নাকি পণ্ডিত মশাই?

পণ্ডিত। নিশ্চয়ই হয়! অনিবার্য্যরূপেই হয়। স্বরসন্ধিই হয়ে যায়। বটু শব্দের অর্থ বিপ্র, বটুর সম্বোধনে হবে বটো, যেমন প্রভুর সম্বোধনে প্রভো, তদ্রূপ আর কি! উক্ত বটোর সহিত ঋক্ষ, অর্থাৎ ভল্লুকের, সংযোগ ঘটিলেই, ও-কারের পর ঋ-কার থাকার দরুণ ও-কার ঋ-কার সম্মিলিত হইয়া—

হেড্মাষ্টার। বুঝেছি, বুঝেছি। সে একটা কিছু হবেই। মারাত্মক কিছুই হবে। আর বলতে হবে না। ওরকম যোগা-যোগে ভয়ঙ্কর কিছু না হয়ে যায় না।

পণ্ডিত। অপিচ, উদাহরণও রয়েছে, যথা :—"বটবৃক্ষঃ ময়াদৃষ্টঃ বারিবারণ মস্তকে—"

হেড্মাষ্টার। হয়েচে হয়েচে! আর বল্‌তে হবে না যখন শাস্ত্রে লেখা রয়েছে তখন আর কথা কি! হতেই হবে। তবে, তবে কেন তোমরা বল্‌ছ যে পণ্ডিতমশাই তোমাদের পড়ান্ না?—

পদ্ম। আজ্ঞে, সেদিন আমি পণ্ডিত মশাইকে একটা শ্লোকের মানে জিজ্ঞেস্ করলুম, অবশ্যি পড়ার বাইরে। আন্‌সীন্ প্যাসেজ্, তো আমাদের য়্যাডিশনালে থাকে। তা পণ্ডিত মশাই তার মানেই বল্লেন না—

পণ্ডিত (রাগে ফুলিতে ফুলিতে)। কি? কোন্ শ্লোকের অর্থ আমি করি নাই? শ্লোকার্থ জানি না—আমি! (দাঁত কিড়্‌মিড় করিয়া) নিয়ে আয় তোর কোন্ শ্লোক আমি অর্থ করিতে পারি নাই।

হেড্মাষ্টার। বলো—ভয় কি? বলে' ফ্যালো। তোমার মনে নেই বুঝি?

পদ্মলোচন। হ্যাঁ, আছে। এই শ্লোকটা সার্—বল্‌ব—বল্‌ব সার্?

হেড্মাষ্টার। বলো বলো, ভয় কি? আমি তো রয়েছি।

পদ্ম। হবার্ত্তাবা কহিপ্রাশা টক্তেগেণঃ শকেড়ুয়ে।
আণ্ডীবঃ অগুক্রয়েন মানষ্টেটঃ শিবাঙ্গবঃ ॥

হেড্‌মাষ্টার (ভাবিত হইয়া)। আচ্ছা, আবার পড়ে শোনাও তো।

পদ্ম (পুনরায় পাঠ)। হবার্ত্তাবা—ইত্যাদি

পণ্ডিত। য়্যাঁ? এমন তো কখনো শুনিনি। আমার সারা জন্মে এহেন শ্লোকের সাক্ষাৎ লাভ করি নাই।

হেড্‌মাষ্টার। একটু একটু যেন বোঝা যাচ্ছে। উপনিষদ্ কিম্বা পাঁজির বোধ হয়, কি বলেন?

পণ্ডিত। বোধ হয় কোনো উদ্ভট শ্লোক। উদ্ভট গ্রন্থ থেকে এর মর্ম্মোদ্ধার করতে হবে। আমি আজ বৈকালেই এর অর্থ করে' দেব, ও যেন মান্‌কের সমভিব্যাহারে আমার বাড়ী যায়।

পদ্ম। না সার্, সাম্‌নে দুর্গা পূজা, আমি যেতে পারব না—

হেড্‌মাষ্টার। দুর্গাপূজা তো কি হয়েছে? দুর্গাপূজার সঙ্গে এর কি সম্বন্ধ?

পদ্ম। সামনে দুর্গাপূজা এই সময়টা আমি বিছানায় শুয়ে থাক্‌তে পারব না সার্!

হেড্‌মাষ্টার। বিছানায় শুয়ে থাক্‌তে হবে কেন?

[ভারি বিস্মিত হইলেন

সরোজ। পদ্মর ভয় পণ্ডিত মশায়ের বাড়ী গেলে উনি মেরে ওর ঠ্যাং ভেঙে দেবেন—

হেডমাষ্টার। (হাসিতে লাগিলেন) না না, ঠ্যাং ভাঙবেন কেন? তাছাড়া, ঠ্যাং কিছু ক্ষণভঙ্গুর নয়—

[পণ্ডিতের প্রতি]

তা, পণ্ডিত মশাই, ওটার অর্থ আপনি স্কুলেই কাল্‌কে বল্‌বেন, তাহলেই হবে। আমারও জানার কৌতূহল থাক্‌ল। একটু ঘেঁটে দেখবেন, ঐ পাঁজি টাজি, কিম্বা আপনাদের ঐ উপনিষদ্‌ টুপনিষদ্‌! ঐ দুটোই তো যতো রাজ্যের শ্লোকের আড়ৎ কিনা আপনাদের—

পণ্ডিত। বেশ, আমার স্মরণে রইল—

পঞ্চম দৃশ্য

পণ্ডিতের বাড়ী

[পণ্ডিতমশাই প্রকাণ্ড এক সংস্কৃত অভিধান নিয়ে ব্যাপৃত]

পণ্ডিত। আজ সাতদিন যাবৎ এই শ্লোকটা নিয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করছি কিন্তু কিছুতেই এর কিনারা করতে পারছি না। উদ্ভট সংগ্রহটাও তো পাতি পাতি করে খুঁজলাম—কোনো দিকেই শ্লোকটার কোনো সুরাহা হচ্ছে না তো!

[নাকে একটিপ নস্য নিলেন

নাঃ, পণ্ডিতি চাক্‌রিটা আর টিক্‌ল না বোধহয়।—একেই তো ইন্‌স্‌পেক্‌টার মশাই ক্রুদ্ধ হয়ে আমার সম্বন্ধে সুকঠোর মন্তব্য করে' গেছেন তারপর যদি এই শ্লোকটার সদর্থ না করতে পারি তাহলেই অনর্থ ঘট্‌বে—হেডমাষ্টারমশাইও খাপ্পা হয়ে যাবেন। নাঃ, বিংশতি মুদ্রার এই দুর্ল্লভ চাক্‌রিটা আর থাকেনা। এবং এই সামান্য আয় থেকে ত্রিংশতি মুদ্রার জরিমানাই বা দেব কোন্ উপায়ে? [পুনরায় নাকে আর একটিপ নস্যদান] নাঃ, ভাল করে' মাথা ঘামাতে হোলো। শব্দকল্পদ্রুম্‌টা নিয়ে একবার দেখা যাক্। জীবনে এজাতীয় অদ্ভুত শ্লোকের সাক্ষাৎ লাভ করি নাই—কাশী বিদ্যাপীঠে কিম্বা ভট্টপল্লীতেও না। এ কোন্ বজ্জাতীয় শ্লোক রে বাবা?

হবার্ত্তাবা কহিপ্তাশা টজেগেণঃ শকেডুয়ে।
আণ্ডীবঃ অণ্ডক্রয়েন মানষ্টেটঃ শিবাঙ্গবঃ ॥

[অভিধানের পাতা উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে

'হবার্ত্তাবা'? সংস্কৃত বলেই' বোধ হচ্ছে বটে কিন্তু অভিধানে তো এবম্বিধ শব্দ নেই। বার্ত্তা মানে তো সংবাদ, কিন্তু 'হ.... বা'র মাঝখানে পড়ে' এতো বোধগম্য হবার বহির্ভূত হয়েছে। 'কহিপ্তাশা'? হিপ্ত ছিল আশা, হোলো হিপ্তাশা। কিন্তু হিপ্ত মানে কি? কী বস্তু এই হিপ্ত? য়্যাঁ? একি আমাকে ক্ষিপ্ত করার চক্রান্ত নাকি? 'শিবাঙ্গবঃ'—কেবল এই শব্দটার অর্থ অনুধাবন করা তত কঠিন নয়, কিন্তু 'টজেগেণঃ'ই বা কি আর 'শকেডুয়ে'....? ঐ 'শকেডুয়ে'....?

[নেপথ্যে একটা আওয়াজ শুনিতেই তিনি
হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন—

এই! কে যাচ্ছিস্ ওখান দিয়ে? টেটো?

[নেপথ্য হইতে অর্দ্ধস্ফুট—'আজ্ঞে না'।

পণ্ডিত। মান্‌কে নাকি? টেটোকে এক ছিলিম্ তামাক্ দিতে বল ত? কিঞ্চিৎ ধূম্রপান আবশ্যক।

মানস (প্রবেশ করিল)। টেটো এখন কোথায় টো টো করছে কে জানে!

পণ্ডিত। তবে তুইই সাজ্। গড়গড়াটা আমায় দিয়ে ধূম্রলোচনকে ডেকে আন্ একবার।

মানস। সে আস্‌বে না।

পণ্ডিত। বলিস, মাভৈঃ! আমি অভয় দিয়েছি, কোনো ভয় নেই। আর হ্যাঁ, তাকে ধূম্রলোচন বলে' যেন ডাকিস্‌নে, পদ্মলোচন বলেই ডাক্‌বি। বুঝ্‌লি?

মানস। যে আজ্ঞে—

[গড়গড়া দিয়া মানসের প্রস্থান

পণ্ডিত। দেখি, আর একবার উদ্ভটকল্পতরুখানা নেড়ে চেড়ে দেখি, ধূমপান সেরে ধুম্‌ধাম্ করে' লাগা যাক্!

[তামাক টানিতে টানিতে

নস্যিতে তো কুলিয়ে ওঠা গেল না, বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া লাগিয়ে যদি সুবিধা করতে পারি। 'টজেগেণঃ শকেড়ুয়ে' নাঃ, সমস্তই ক্রমশঃ আরো বেশী ধোঁয়াটে হয়ে আস্‌ছে যেন। 'আণ্ডীবঃ অণ্ডক্রয়েন' এযে কী বস্তু তার রহস্য ভেদ করব কি, অনুমান করতেই আমি নাস্তানাবুদ্!

[পদ্মলোচন ও মানসের প্রবেশ—

এই যে ধূম্রলোচন,—ওঁ শ্রীবিষ্ণু—বাবা পদ্মলোচন, না না,

[পদ্মলোচন প্রণাম করিতে উদ্যত]

আর প্রণাম করতে হবে না, বোসো। তুমি কি শ্লোকটার অর্থ জানো? জানো নাকি?

পদ্মলোচন। আজ্ঞে জান্‌লে কি আর জিজ্ঞাসা করি সার?

পণ্ডিত। তা বটে, তাওত বটে! আচ্ছা, তোমার কি

ঠিক স্মরণে আছে কথাটা আণ্ডীব, গাণ্ডীব নয়? গাণ্ডীব কথার একটা অর্থ হয়; গাণ্ডীবী মানে অর্জ্জুন, অর্থাৎ, সব্যসাচী।

পদ্মলোচন। কথাটা আণ্ডীব, আমার বেশ মনে আছে।

পণ্ডিতমশাই। (ঘন ঘন তামাক টানিতে টানিতে) সমস্ত শ্লোকটাই তোমার বেশ স্মরণ আছে, কোথাও ভুল করোনি?

পদ্ম। হ্যাঁ পণ্ডিত মশাই!

পণ্ডিত। তবে—তাইত—তাইত! আচ্ছা তুমি যাও তাহলে।

[পদ্মর প্রস্থান

মান্‌কে, যাতো, ওঘরের কুলুঙ্গি থেকে বৃহৎ শব্দার্থ সংগ্রহটা নিয়ে আয়তো। একবার শেষ চেষ্টা করে' দেখি—

মানস। (সাহস সঞ্চয় করে) আমি ওর একটা লাইনের মানে করে' দিতে পারি বাবা।

পণ্ডিত। [অভিধানের পাতা থেকে চোখ তুলিয়া] য়্যাঁ? কোন্ লাইনের?

মানস। দ্বিতীয় লাইনের। যদি আণ্ডীব-এর জায়গায় হয় আণ্ডিলঃ আর শিবাঙ্গবের জায়গায় হয় গবাংগবঃ।

পণ্ডিত। (অত্যন্ত বিস্ময়ে)। বলিস্ কি? যা বলেছিস্, আর বলিস্ না। আমি মহামহোপাধ্যায় হয়ে হিম্‌সিম্ খাচ্ছি আর তুই কিনা—একটা দুগ্ধপোষ্য বালক হয়ে—মূঢ়তা ছ্যাখো!

যা বলেছিস্ বলেছিস্—আর বলিস্ না—কদাপি না—আচ্ছা, আচ্ছা, কী বলত, শুনি ?

মানস (ইতস্ততঃ করিতে থাকে)। বলব ?

পণ্ডিত। বলতেই তো বলছি।

মানস। আণ্ডিলঃ। মানে এক আণ্ডিল, কিনা এক গাদা, অণ্ডক্রয়েণ অর্থাৎ অণ্ড মানে ডিম্ব, ক্রয়েণ মানে ফ্রাই করে' অর্থাৎ কিনা এক ঝুড়ি ডিম ভেজে নিয়ে—, মানষ্টেটঃ—মানষ্টেট........

পণ্ডিত। ওইখানে ত আমারও আট্‌কাচ্ছে রে ! (বিজ্ঞের মত এক টিপ্ নস্য লইয়া)—ওই মানষ্টেটই হোলো মারাত্মক !

মানস। আমি কিন্তু বুঝ্‌তে পেরেছি বাবা ! মানষ্টেটঃ বলব ? ওটাতে পদ্ম হতভাগা আমাদের ওপর কটাক্ষ করেছে, অর্থাৎ কিনা মানস আর টেট, আমি আর আমার ভাই।

পণ্ডিত। বটে ? (অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া) সমস্তটা জড়িয়ে মানে কি হোলো তবে ?

মানস।—অর্থাৎ কি না, এক গাদা ডিম ভেজে নিয়ে মানস আর টেট গবাং গবঃ—গব গব করে' গিলছে।

পণ্ডিত। আমার পুত্রদের নামে এরূপ মিথ্যাপবাদ দেয় এতদূর তার স্পর্দ্ধা—?

মানস। বোধ হয় ও দেখেছিল।

[পণ্ডিতের চক্ষু রক্তবর্ণ ধারণ করিল, উনি আর্ত্তনাদে ফাটিয়া পড়িলেন—

পণ্ডিত। কী আমার পুত্র হয়ে ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করে' তোদের এই জঘন্য কীর্ত্তি? তোরা কিনা ডিম্ব গলাধঃ-করণ করিস? হংসডিম্ব কি কুক্কুটাণ্ড কে জানে!

[মানসকে মারিবার জন্য নিজের চর্ম্মপাদুকা খুলিলেন—

মানস (নিরাপদ ব্যবধানে সরিয়া গিয়া)। ওই জন্যেই তো আমি বলতে চাই না। আপনার মস্তক ঘর্ম্মাক্ত হচ্ছিল বলেই তো বল্লাম।

পণ্ডিত। মস্তক ঘর্ম্মাক্ত হচ্ছিল! এখন যে আমার চতুর্দ্দশ পুরুষ নরকস্থ হোলো, তার কি?

জংলীর প্রবেশ—

জংলী। আইগা, কর্ত্তা, হেড্ মাষ্টারের লগ্ থেকে লোক আইছে। ডাক্‌ব তেনারে? ওই আসতিছে—ভিতরেই আস্‌তিছে—

[স্কুলের কেরাণীর প্রবেশ—

কেরাণী। আজ্ঞে, হেড-মাষ্টার মশাই আপনার খবর নিতে পাঠালেন। আট আট দিন হয়ে গেল, কেন আপনি ইস্কুলে আস্‌ছেন না, কি হয়েছে আপনার? তাই তিনি 'জান্‌তে পাঠিয়েছেন।

পণ্ডিতমশাই। তাঁকে বলুনগে—সমস্তই হয়েছে। প্রায় সমস্তই,—কেবল বাকি আছে 'শকেড়ুয়ে'; ওইটা হলেই হয়ে যায়।

কেরাণী। আচ্ছা, তাই বলে' দেব।

[কেরাণীর প্রস্থান

পণ্ডিত (জংলীর প্রতি)। আর দাঁড়িয়ে কেনরে হতভাগা? দেখ্‌ছিস্‌ কি? পোঁট্‌লা পুঁট্‌লি বাঁধ্‌—এখানকার চাঁটিবাটি উঠ্‌ল। ডেরা তুল্‌তে হোলো এখান থেকে। জিনিষপত্র সব গুছিয়ে ফ্যাল্‌, আজ বৈকালের গাড়ীতেই প্রস্থান করব। একেবারে মহাপ্রস্থান করব এখান থেকে।

জংলী। আইগা কর্ত্তা! সেই ভালো!

ষষ্ঠ দৃশ্য

পদ্মলোচনের বাড়ীর রোয়াক্—পদ্মলোচন বসিয়া আছে,
পোষ্টাপিসের পিয়ন আসিয়া একগাদা খবরের কাগজ
দিয়া গেল—এডুকেশন্ গেজেট্, সাপ্তাহিক
বার্ত্তাবহ, বঙ্গবাসী, ষ্টেট্স্‌ম্যান্, ফ্রেণ্ড
অব ইণ্ডিয়া—ইত্যাদি

[সলিল প্রবেশ করিল]

সলিল। আচ্ছা শ্লোক ঝেড়েচিস্ ভাই! পণ্ডিতকে দেশছাড়া করে' তবে ছাড়্‌লি!

পদ্ম। দেশছাড়া কি রকম?

সলিল। পণ্ডিতমশাই চলে' যাচ্ছেন যে এখানে থেকে। আজ বিকেলেই চুপি চুপি নাকি সরে' পড়্‌ছেন। জিনিষপত্র গোছানো হচ্ছে সব। মান্‌কের কাছ থেকে জেনে এলাম।

পদ্ম। দূর, তাকি হয়?

সলিল। পালাতে হচ্ছে বেচারাকে, পালিয়ে বাঁচতে হচ্ছে—হেড মাষ্টারমশাই নাকি ভারী তাড়া দিয়েছেন। শ্লোকের মানে না জেনে নাকি হেড মাষ্টারের ঘুম হচ্ছে না, বার বার লোক পাঠাচ্ছেন—তাও আমি জেনে এলাম। এ কী শ্লোকরে বাবা!

পদ্ম। হ্যাঁ, শ্লোক একখানা বটে! (পদ্মলোচন হাসে)

সলিল। শ্লোক বলে' শ্লোক! দারুণ শ্লোক! পণ্ডিতমশাই

একেবারে 'টজেগেণঃ' !—সমস্ত গেনের আশা ত্যেজে, লাভের আশা ত্যাগ করে'—আমাদের ধরে' ধরে' পিট্‌বার দুরাশাও ছেড়ে দিয়ে একেবারে সরে' পড়ছেন।

পদ্ম। হ্যাঁ, শ্লোকের মত শ্লোক! পণ্ডিত তাড়ানো শ্লোক —তা বটে!

[পদ্মলোচন হাসে]

সলিল। অবিশ্যি, মান্‌কে একটা মানে করেছে বটে, অর্থাৎ তুই নাকি তাকে আর তার ভাইকে লক্ষ্য করেই ওটা বেঁধেছিস?

[পদ্মলোচনের হাসি আর থামে না।]

পদ্ম। মান্‌কের ছাই মানে! ও তো ডিমের মানে!

সলিল। (উৎসুক হইয়া)। তবে আসল মানেটা কি ভাই? বলবিনে আমাদের?

পদ্ম। মানে এই যে আমার হাতেই রয়েছে!

সলিল। ও তো সব খবরের কাগজ।

পদ্ম। আরে, এদের নামগুলোই ওলোট-পালোট করে' দিয়েছি। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পড়ে' ছাখনা। উলটো দিক থেকে একটু এদিক্ ওদিক্ করে' পড়লেই ওর মানে হবে, এডুকেশন গেজেট, সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ, বঙ্গবাসী' ষ্টেটসম্যান্ আর ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া।

সলিল। য়্যাঁ? [বিস্ময়ে হতবাক্]

সপ্তম দৃশ্য

পণ্ডিতের বাড়ী

পণ্ডিত এবং জংলী

পণ্ডিত (বিষণ্ণ-মুখে)। চাক্‌রিটা ভালোই ছিলরে জংলী ! মাস গেলেই বিংশতি মুদ্রা ! ছাত্রগুলোও নেহাৎ মন্দ ছিল না—কিন্তু এমন সব ভুল করে, অশুদ্ধ বলে, উচ্চারণ পর্য্যন্ত করতে পারেনা যে শুনলেই চিত্তির জ্বলে যায়। পিত্ত পর্য্যন্ত জ্বলন্ত হয়ে ওঠে ! হাত নিসপিস করতে থাকে—কিছুতেই আর সাম্‌লাতে পারি না। আত্মসম্বরণ করা শক্ত এমন রাগ হয়ে যায়।

জংলী। আইগা কর্ত্তা, রাগ হচ্ছি চণ্ডাল—

পণ্ডিত। ঠিক বলেছিস জংলী! প্রতিজ্ঞা করছি আর কখনো ওদের মার্‌বনা, এখানে পণ্ডিতি করি আর নাই করি, আর কখনো ওদের গায়ে হাত তুলবনা। দুগ্ধপোষ্য শিশুরা সব, আর ওদেরই বা দোষ কি. ম্লেচ্ছ ভাষা এসে একেবারে ওদের মাথা খেয়ে দিয়েছে। মাতৃভাষা, ম্লেচ্ছ-ভাষা দেবভাষা, কোন্‌টাতে ওরা মন দেবে ?—একটা তো মোটে মন ! আর সংস্কৃতও তো খুব সহজ বস্তু নয় !

জংলী। আইজ্ঞা কর্ত্তা ! এক পয়সার সোডায় একটা ফতুয়া কাচা আপনে হহজ কইছেন্ ?

পণ্ডিত। ধুত্তোর ফতুয়া! ফতুয়ার নিকুচি করেছে—

নেপথ্যে। পণ্ডিত মশাই বাড়ী আছেন?

পণ্ডিত। এইরে! এই-এই! হেডমাষ্টার মশাই এসেছেন—যা যা, ভাঙা চেয়ারটা নিয়ে আয় গে!

[হেড্‌মাষ্টারমশাই প্রবেশ করিলেন, জংলী একটা হাতাহীন, পিঠ-ভাঙ্গা চেয়ার আনিয়া স্থাপিত করিল।

হেড্‌মাষ্টার। একি, এত বাঁধাছাঁদা কেন? ব্যাপার কি? য়্যাঁ?

পণ্ডিত। আজ্ঞে, ঐ 'শকেড়ুয়ে'। ও আর আমার দ্বারা হয়ে উঠ্‌লোনা। কিছুতেই ও মানে বার কর্‌তে পার্‌লাম না। আমাকে মাপ কর্‌বেন।

হেড্‌মাষ্টার। 'শকেড়ুয়ে' কি বল্‌ছেন? শকেড়ুয়ে? সে কি? সে আবার কি?

পণ্ডিত। আজ্ঞে, ঐ শকেড়ুয়ে!

হেড্‌মাষ্টার। হোয়াট্ শকেড়ুয়ে? ইউ ডু এ শক্ টু মি, পণ্ডিট্!

জংলী। আইগা, ওই শোলক্‌ই তো ওনার কাল অইল! ওই শোলোকের লাইগাই তো উনি ইহান্ তে পলাইবার লাগ্‌ছেন!

হেড্‌মাষ্টার। কী শোলোক্? কোন্ শোলোক্ পণ্ডিত মশাই?

পণ্ডিত। সেই হবার্ত্তবা কহিপ্তাশা টজেগেণঃ শক্কেডুয়ে—

হেড মাষ্টার। ওঃ, সেই শ্লোক! সে-শ্লোকের কথা আমি তো ভুলেই গেছি। ওর মানে খুঁজে পাননি? অভিধানে কিম্বা উপনিষদেও না? পাঁজিতেও নয়? না পেলেন তো কী হয়েছে? ওসব শ্লোক্ টোক যেতে দিন্! ও নিয়ে কে মাথা ঘামাচ্ছে?

পণ্ডিত। আজ্ঞে, পণ্ডিত হয়ে শ্লোকার্থ করতে অক্ষম, সেক্ষণে আমার পণ্ডিতির কাজ করা কি উচিৎ? আমার ইস্তফা দিয়ে চলে যাওয়াই কি কর্ত্তব্য নয়?

হেড-মাষ্টার। ইস্তফা দিয়ে চলে যাবেন! সে কি কথা? আপনি আমাদের এতদিনের বন্ধু, আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন, বল্‌ছেন কি আপনি?

পণ্ডিত। আজ্ঞে, তাই বল্‌ছি! ইন্‌স্‌পেক্‌টার মশায়ের জরিমানার টাকাটা, আমার এ মাসের বেতন থেকে কেটে নেবেন। কিন্তু বেতন তো পাই বিংশতি মুদ্রা, ত্রিংশতি মুদ্রা জরিমানা দেব কোত্থেকে? দশ মুদ্রার জন্য দেখ্‌ছি আপনাদের কাছে আমায় চিরঋণী থাকিতে হবে।

হেডমাষ্টার। হ্যাঁ, সেই কথাই তো বল্‌তে এসেছি। একটা সুখবর আছে। ইন্‌স্‌পেক্‌টার মশাইকে সেই কথা জানিয়েছিলাম, তাতে উনি বল্লেন, বিশ টাকা বেতন তার

ত্রিশটাকা জরিমানা—একটু খারাপ দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু তার আর কি করা যাবে, যখন হুকুম্ হয়ে গেছে তখন তো আর রদ্ বদল করা সম্ভব নয়—

জংলী। আইগা কর্ত্তা, যা বল্‌সেন্! হাকিম লড়ে তো হুকুম্ লড়ে না।

হেডমাষ্টার। আমি কিন্তু অনেক লড়্‌লুম, অনেক বোঝালুম ইন্‌স্‌পেক্‌টার মশাইকে। বল্লুম সব বেতন কেটে নিলেতো পণ্ডিত মশাই না খেয়েই সপরিবারে মারা পড়বেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই বুঝতে চাননা। কিছুতেই ফাইন্ মাপ করতে রাজি হলেন না। অবশেষে অনেক ভেবে চিন্তে, ফাইন্ মাপ না করে' আরেকটা ফাইন্ কাজ তিনি করলেন! ফাইন্ কাজই বটে! বল্লেন তিনি, তার আর কি হয়েছে, এক কাজ করুন না? পণ্ডিতমশায়ের বেতন বাড়িয়ে পঞ্চাশ টাকা করে' দিন্ আজ থেকে—তাহলেই উনি জরিমানাটা দিয়ে দিতে পারবেন, অনায়াসেই দিতে পারবেন।

পণ্ডিত। আপনি কি বল্‌ছেন আমি বুঝতে পারছিনা।

হেডমাষ্টার। অর্থাৎ, ইন্‌স্‌পেক্‌টারের হুকুমে আপনার বেতন এ মাস থেকে পঞ্চাশ টাকা হয়ে গেল, তবে এ মাসে আপনি কুড়ি টাকাই পাবেন কেবল, কেননা, জরিমানার টাকাটা কাটা যাবে কিনা, তবে এর পর থেকে মাস মাস পঞ্চাশ—

পণ্ডিত। য়্যা? বলেন কি হেডমাষ্টারমশাই? একি

সম্ভব ? স্বপ্ন না সত্যি ? আমি জাগ্রত অবস্থায় দণ্ডায়মান হয়েই নিদ্রা দিচ্ছি না তো ?

[মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন

এই জংলী, তুই আমাকে একটা চিম্‌টি কাট্‌তো ! আমি জেগে আছি না স্বপ্ন দেখ্‌ছি।

[জংলী খুব জোরে এক চিম্‌টি কাটিল

উঃ ! বাপ ! জেগেই আছি তাহলে ! য়্যাঁ ?

জংলী। আইগা, আরাক্‌ডা কাটুম্ কর্ত্তা ?

[চিম্‌টি কাটিতে অগ্রসর

পণ্ডিত (ব্যস্ত হইয়া)। না না, আর কাট্‌তে হবে না—একটাতেই টের পেয়েছি। যথেষ্ট হয়েছে।

জংলী। বেশ টের পাইছেন তো কর্ত্তা ?

[ফুলের মালা ইত্যাদি লইয়া, পদ্ম, সরোজ, মিহির, সলিল প্রভৃতির প্রবেশ।

পণ্ডিত। তথাপি একটা বাধা আছে। আমার এখানে থাকা চলে না হেডমাষ্টার মশাই।

হেডমাষ্টার। কেন, কেন ? আবার কী বাধা ?

পণ্ডিত। ছেলেরা আমাকে চায় না। তাছাড়া—তাছাড়া আমি তাদের পড়াবার যোগ্যও নই। আমার যাওয়াই উচিত। হ্যাঁ, যাওয়াই উচিত আমার। হেডমাষ্টার মশাই, কিছু মনে করবেন না, আপনি আমার জন্য অনেক করেছেন। সেজন্য

আমি চিরকৃতজ্ঞ, কিন্তু এখানে থাকা আমার আর চলে না। আমার গাড়ীরও আর বিলম্ব নাই! নমস্কার! আমি চলি! জংলী, মোটঘাটগুলো নিয়ে ইষ্টিশনে আয়—

[বিদায় লইতে উদ্যত]

ছেলেরা। পণ্ডিত মশাই, আপনি আমাদের মাপ করুন! আপনি আমাদের ছেড়ে যাবেন না। এবার থেকে আমরা খুব ভালো ছেলে হবো খুব মন দিয়ে পড়বো। আপনি দেখে নেবেন। আপনি আমাদের ছেড়ে যাবেন না। আপনি গেলে আমাদের পড়াবে কে?

পণ্ডিত। [ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া] না, তাহলে আমি যাবনা এবার থেকে খুব ভাল করে' পড়াব তোমাদের। আর—আর কদাচ তোমাদের গায়ে আমি হাত তুল্‌ব না। আর কখনো মারব না তোমাদের—

ছাত্ররা পণ্ডিতমশায়ের গলায় মালা পরাইয়া দিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইল। পণ্ডিত মশাই তাহাদের আশীর্ব্বাদ করিলেন।

যবনিকা